106

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 FEB 1998 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে হত ১ আহত ৩০

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা ছাত্রাবাসে শনিবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৩০ জনের বেশি আহত হয়েছে। নিহত ছাত্রের নাম মুহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি ফাজিল প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আহতদের মধ্যে ১৩ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের পরপর পুলিশ ছাত্রবাসে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ জনকে গ্রেফতার করেও অস্ত্র, গুলিও বিস্ফোরক উদ্ধার করে।

সংঘর্ষ চলাকালে শত শত রাউন্ড গুলি ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্ররা জানায়, আলিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন থেকে ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি গ্রুপের মধ্যে কোন্দল বিরাজ করছিল। এ দু'টি গ্রুপের একটির নেতৃত্বে ছিল জনি-মনির ও অন্যটির সাগর-ইব্রাহিম। ৬/৭ মাস আগে সাগর-ইব্রাহিম গ্রুপকে সরিয়ে জনি-মনির গ্রুপ মাদ্রাসার একমাত্র ছাত্রাবাস আল্লামা কাশগরীর দখল নিয়ে নেয়। ইতোপূর্বে সাগর-ইব্রাহিম গ্রুপ কয়েকবার ছাত্রাবাসে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আবার তারা ছাত্রাবাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, পাইপগান, হাতবোমা ও হকিস্টিক নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে ছাত্রাবাসের উত্তর গেট দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় জনি-মনির গ্রুপের মুখোমুখি হয়। ছাত্রাবাস দখলকারী গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে হলে প্রবেশ না করার জন্য মৌখিকভাবে নিষেধ

(১১ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

আলিয়া মাদ্রাসা

(প্রথম পাতার পর)

করে। কিন্তু সাগর-ইব্রাহিম গ্রুপ তা না মেনে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করলে জনি-মনির গ্রুপের সদস্যরা ইব্রাহিমসহ ৬/৭ জনকে ধরে দোতলায় নিয়ে যায়। তারা দলনেতা ইব্রাহিমকে ৪৫ নম্বর রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে বেদম প্রহার ও কুপিয়ে আহত করে ইব্রাহিম প্রহারের খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়লে গোলাগুলি শুরু হয়। ছাত্রাবাসের বাইরে অবস্থানকারী সাগর-ইব্রাহিম গ্রুপের সদস্যরা ছাত্রাবাস লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করতে থাকে। জনি-মনির গ্রুপও এ সময় গুলি ছুড়ে হামলার জবাব দেয়। এক গ্রুপ ছাত্রাবাসের ভিতরে ও অন্য গ্রুপ ছাত্রাবাসের বাইরে অবস্থান নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা এভাবে সংঘর্ষ চলে। এ সময় শত শত রাউন্ড গুলি ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। গুলি ও বোমার শব্দে সারা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এভাবে সংঘর্ষ চলার এক পর্যায়ে জনি-মনির গ্রুপের প্রচণ্ড তোপের মুখে টিকতে না পেরে সাগর-ইব্রাহিম গ্রুপ ছাত্রাবাসের উত্তরদিকের ড্রেন ও জঙ্গলে অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশ আসে। পুলিশ ছাত্রাবাসে ঢোকার সাথে সাথে ওপরে অবস্থানকারী ক্যাডাররা দক্ষিণগেট দিয়ে বাইরে চলে যায়। পুলিশ আল্লামা কাশগরী হলে তল্লাশি চালিয়ে ২টি বন্দুক, ২টি পাইপগান, ২৭ রাউন্ড গুলি, বোমা ও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৯ জনকে গ্রেফতার করে।

এদিকে গত রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলিয়া মাদ্রাসায় শনিবার গভীর রাতে একদল বহিরাগত যুবক ছাত্রাবাসের কর্মচারী ও ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রাবাস দখলের জন্য তারা এই হামলা করে এ সময় সাধারণ ছাত্ররা হামলাকারীদের প্রতিরোধ করতে মারধর করে। পুলিশ এসে মাদ্রাসার পিছনের ড্রেন থেকে আহত অবস্থায় ১৫ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে আহত ইব্রাহিমকে মিটফোর্ড হাসপাতালের ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতোয়ালি থানায় এ ব্যাপারে ৪টি মামলা হয়েছে। আল্লামা কাশগরী ছাত্রাবাসের সুপার মওলানা আশরাফ আলী জানান, ছাত্রাবাসে পুলিশী প্রহরা বাড়ানো হয়েছে। ছাত্রদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে ছাত্রাবাসে ঢুকতে হচ্ছে।